যায়যায়দিন

তারিখ ...3 MAY 2010...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২...

ভর্তিবাণিজ্যে প্রধানমন্ত্রীর অসন্তোষ

যায়যায় ডেস্ক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ভর্তিবাণিজ্যে' অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে রোববার এ অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। খবর বিডিনিউজ।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩১ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে দেখা করে।

বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব

অসন্তোষ : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

অসন্তোষ : প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আবুল কালাম আজাদ সাংবাদিকদের জানান, আলোচনায় শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিবাণিজ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী ভর্তিবাণিজ্য বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন বলেও জানান তিনি। উপাচার্যরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার সার্বিক বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন।

আবুল কালাম আজাদ জানান, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভর্তিবাণিজ্যে একশ্রেণীর শিক্ষক জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তার ছাত্রজীবনের কথা স্মরণ করে বলেন, সে সময় ছাত্র সংগঠনগুলো ভর্তি হতে আসা ছাত্রছাত্রীদের ফরম পূরণ করাসহ বিভিন্নভাবে সাহায্য করত।

প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আমরা প্রতিটি জেলার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে চাই।

তিনি ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তার সরকারের সময়ে উচ্চশিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, সরকারের একার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব নয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বানও জানান উপাচার্যদের প্রতি।

বৈঠকে শিক্ষাঙ্গনে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী।

বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুস সোবহান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুস সাত্তার মণ্ডল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ এম এস সফিউল্লাহ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবু ইউসুফ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শরীফ এনামুল কবির, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এম আলাউদ্দিন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় আবুল কালাম আজাদ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মুখ্য সচিব এম এ করিম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোল্লা ওয়াহিদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।